‘এ গ্রামে বিএনপির নামগন্ধ রাখব না’ —গাংনীতে চিরকুটসহ বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনীতে একটি মুদি দোকানের সামনে থেকে লাল স্কচটেপ মোড়ানো একটি বোমাসদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (১৭ জুন) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়নে শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে থেকে এসব উদ্ধার করা হয়।

চিরকুটে লেখা রয়েছে, এ দোকানে বিএনপির কোনো লোক বসবি না। যারা বসবি তাদের সমস্যা আছে। এ গ্রামে বিএনপির নাম গন্ধ-রাখবো না।’শরিফুল ইসলাম একই এলাকার মকবুল হোসেনের ছেলে। পেশায় তিনি মুদি দোকানের পাশাপাশি চায়ের ব্যবসাও করেন। এ ঘটনার পর থেকে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে।
এ বিষয়ে শরিফুল ইসলাম বলেন, প্রতিদিনের মতো গতকাল রাত এগারোটার দিকে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে যাই। পরে ভোরে ফজরের নামাজ পড়ে দোকান খুলতে গিয়ে একটি লাল স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বস্তু ও চিরকুট পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দিই।
পুলিশ এসে চিরকুট ও বোমাটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।’ এ বিষয়ে কুমারীভাঙা পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ পুলিশের উপপরিদর্শক (এস আই) কামরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে নওদা মটমুড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের মুদি দোকানের সামনে একটি বোমাসাদৃশ্য বস্তু ও চিরকুট পড়ে আছে। সেগুলো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি।’

গাংনীতে ফের বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার, বাড়ছে আতঙ্ক

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় আবারও বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। গত কয়েক মাসে জেলার বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার এমন বস্তু উদ্ধারের পর নতুন এ ঘটনায় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ বুধবার সকালে গাংনী উপজেলার চর গোয়াল গ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলমের বড় ভাই আতিকুর রহমান হানিফের বাড়ির সামনে থেকে একটি বোমা সদৃশ বস্তু ও চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আতিকুর রহমান হানিফ উপজেলার চর গোয়াল গ্রামের সদরপাড়ার বড় মসজিদপাড়া এলাকার রিয়াজ উদ্দিন মণ্ডল (ইজোদ্দি মণ্ডল) এর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে হানিফের বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি পলিথিন ব্যাগ পড়ে থাকতে দেখে এলাকাবাসীর সন্দেহ হয়। পরে ব্যাগের ভেতরে লাল টেপে মোড়ানো বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট দেখতে পেয়ে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে গাংনী থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বস্তুটি ও চিরকুট উদ্ধার করে নিজেদের হেফাজতে নেয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, “খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। বোমা সদৃশ বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত ও আটকের চেষ্টা চলছে।”

উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় একাধিকবার বোমা সদৃশ বস্তু, চিরকুট ও রহস্যজনক প্যাকেট উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ালেও তদন্ত শেষে কিছু ক্ষেত্রে বিস্ফোরক না থাকার তথ্য পাওয়া গেছে। তবে ধারাবাহিক এসব ঘটনায় জনমনে উদ্বেগ বাড়ছে।

গাংনীতে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গ্রামে বাবলু মিয়ার মুদি দোকানের সামনে থেকে দু’টি বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত

চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ সোমবার সকালে লাল টিপে মোড়ানো বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখে ও চিরকুট দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়।

বাবলু মিয়া জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মৃত রিয়াজুল মাস্টারের ছেলে।

জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় বাবলু মিয়া তার দোকানের কাজকর্ম শেষ করে রবিবার রাতে বাড়িতে চলে যান। রাতের আঁধারে দুর্বৃত্তরা কোন এক সময় বোমা সাদৃশ্য বস্তু ও হত্যার হুমকি সম্বলিত চিরকুট রেখে যায়।

পরে সকালে দোকান খোলার আগেই কিছু ব্যাক্তি বোমা সাদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে বাবলু মিয়াকে খবর দিলে পরে বাবলু মিয়াসহ স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। এর আগেও বাবলু মিয়া’কে ৪-৫ বার চিরকুট লিখে হত্যার হুমকিও দেয় দুর্বৃত্তরা।

গাংনী থানা ওসি তদন্ত আল মামুন জানান, জোড়পুকুরিয়া মধ্যপাড়ার বাবলু এর পরিত্যক্ত মুদি দোকানের সামনে চিরকুট ও বোমা সাদৃশ্য দুটি বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুরে পাঁচ দিনের ব্যবধানে এবার লাল টেপ মোড়ানো বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

গতকাল বুধবার সকালে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কদমতলা রোড এলাকা থেকে বস্তুটি উদ্ধার করা হয়। এর আগে গত ৩১শে জানুয়ারি সকালে এবং বিকেলে দারিয়াপুরের দুটি জায়গা থেকে লাল টেপ মোড়ানো ককটেল সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামের আকামত আলীর ছেলে আল

আমিন এর বাড়ির পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে লাল কসটেপ দ্বারা পেচােনো একটি বোমা সাদৃশ বস্তু যার তিনমূখী তার সংযুক্ত এবং তিনটি অংশ কালো কসটেপ দিয়ে পেচানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দারিয়াপুর গ্রামে কদম তলা রোডে আকামত আলীর ছেলে আল আমীন এর বাড়ির দক্ষিণ পাশে পাকা রাস্তার ড্রেনের মধ্যে বোমা সাদৃশ বস্তুটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হলে তারা মুজিবনগর থানা পুলিশকে খবর দেয়। মুজিবনগর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বস্তুটি উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশ্যে থানায় নিয়ে যায়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ‘খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং বস্তুটি উদ্ধার করে। এটি আসলেই কোনো বিস্ফোরক কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

ওসি বলেন, ‘কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে এটি সেখানে রেখেছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।’

চুয়াডাঙ্গায় বিএনপি কার্যালয়ের পাশে মিললো বোমা সদৃশ বস্তু

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের গ্রীসনগর বাজারের বিএনপি’র অস্থায়ী কার্যালয়ের পেছনে বোমা সদৃশ বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে।

কালো ও লাল টেপ দিয়ে মোড়ানো বস্তুটির আকৃতি অনেকটা গ্রেনেড আকৃতির বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। আজ শুক্রবার সকালে বস্তুটি দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা পুলিশকে খবর দেয়। বস্তুটি উদ্ধারে বোমা ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

এদিকে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে ওই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ঘটনাস্থলের আশপাশ ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গ্রীসনগর বাজার সংলগ্ন বিএনপি’র অস্থায়ী একটি কার্যালয় রয়েছে। আজ শুক্রবার সকালে সেই কার্যালয়ের পেছনে বোমা সদৃশ বস্তু দেখতে পায় স্থানীয়রা। এসময় স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা-জীবননগর সার্কেল) আনোয়ারুল কবিরসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। পরে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল ঘিরে রাখে।

দর্শনা তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি মো. মিলন হোসেন বলেন, আমরা যখন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী (বিজিএমইএ এর সভাপতি) ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুর নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছি; ঠিক সেই সময় আমাদের নেতাকর্মীদের ভয়ভীতি ও আতঙ্কিত করতে পরিকল্পিতভাবে একটি চক্র এ কাজ করতে পারে।

সহকারী পুলিশ সুপার আনোয়ারুল কবির বলেন, বস্তুটি বোমা নাকি অন্য কিছু তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দেওয়া হয়েছে। রাজশাহী থেকে তারা রওনা দিয়েছে।

‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরে গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে ‘ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’ হুমকি সম্বলিত চিরকুট ও বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ জুন) সকাল আনুমানিক সাড়ে ৬টার দিকে মটমোড়া ইউনিয়নের নওদা মটমোড়া গ্রাম বিএনপির অফিসের সামনে থেকে এগুলো উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, বিএনপির ১ নম্বর ওয়ার্ডের (বাবলু গ্রুপের) দলীয় কার্যালয়ের সামনে সকালে দুটি সন্দেহজনক বস্তু পড়ে থাকতে দেখে তারা দ্রুত গাংনী থানা পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে গাংনী থানার একটি টিম ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ককটেল সদৃশ্য বস্তু দুটি ও একটি চিরকুট উদ্ধার করে।

চিরকুটে লেখা রয়েছে ‘গ্রামের ছেলে হিসেবে এতদিন ভালোই ছিলাম, কিন্তু তোদের মত কিছু কিছু লোক আমাদের ভালো থাকতে দিচ্ছে না। (শেখ হাসিনা) পালিয়ে গিয়েছে তো কি হয়েছে।

আমরা জায়গার মাল জাগাতেই বসে আছি, ২০১৮ সালে হালকা দিয়েছি। ভবিষ্যতে ক্ষমতা পেলে ফিলিস্তিনের মত হবে’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরায়েল বলেন, “স্থানীয়দের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে দুইটি বিস্ফোরক সদৃশ্য বস্তু ও একটি চিরকুট উদ্ধার করেছি। বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তদন্ত করা হচ্ছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলমান।”

তিনি আরও জানান, উদ্ধারকৃত বস্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে পাঠানো হবে। পাশাপাশি কারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা খুঁজে বের করতে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি গাংনীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলীয় কোন্দল ও হামলার ঘটনার পর এমন ঘটনায় আতঙ্ক বিরাজ করছে।

গাংনীতে আওয়ামীলীগ নেতার বাড়ির সামনে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও

হুমকি চিরকুট উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দী ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুর রশিদের বাড়ির সামনে থেকে বোমা সদৃশ্য একটি বস্তু ও একটি হুমকি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (২ জুন) ভোরে এ ঘটনা ঘটে।

আব্দুর রশিদ জানান, সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মূল ফটকের সামনে একটি অদ্ভুত বস্তু দেখতে পান তিনি। পরে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে বামুন্দী ক্যাম্পের পুলিশ সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুটি উদ্ধার করে।

আব্দুর রশিদ অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে একটি সন্ত্রাসী চক্র তার কাছে চাঁদা দাবি করে আসছিল। চাঁদা না দেওয়ায় তাকে ভয় দেখাতে এবং আতঙ্ক সৃষ্টির জন্যই এমন বস্তু রেখে যাওয়া হয়েছে বলে তিনি ধারণা করছেন।

এ বিষয়ে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, “ঘটনাটি আমরা গুরুত্ব সহকারে দেখছি। ঘটনাস্থল থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু ও একটি হুমকিমূলক চিরকুট উদ্ধার করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে।”

গাংনীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য বস্তু উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় তলা থেকে বোমা সদৃশ্য দু’টি বস্তু ও বোমা তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রবিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফোজিয়ারা খাতুন জানান, শিক্ষার্থীরা প্রথমে ৩য় তলায় বোমা সদৃশ্য বস্তু দেখতে পেয়ে তাকে অবহিত করে।

পরে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে গিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে খবর দেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, খবর পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে বোমা সদৃশ্য বস্তুগুলো উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। এ ঘটনার সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।

এদিকে, ঘটনার পর বিদ্যালয়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। নিরাপত্তার স্বার্থে এলাকায় অতিরিক্ত নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।